69

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

পরীক্ষার খাতা গায়েব ঃ তদন্ত কমিটি গঠিত

যশোর ব্যুরো ঃ যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে কিভাবে সদ্য সমাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ৭শ' খাতা গায়েব

(৮-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার খাতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হল, তা নিয়ে একটি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। এদিকে, ৭শ' খাতার মধ্যে সাড়ে ৩শ' খাতার এখনও কোন সন্ধান মেলেনি। তা উদ্ধারে ব্যাপক অনুসন্ধান চলছে সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন স্থানে।

ভান্ডারিয়া কলেজের প্রভাষক সুলতান আহমদের নামে ৪ জনের একটি প্রতারক চক্র ইংরেজী প্রথমপত্রের ওই ৭শ' খাতা শিক্ষা বোর্ড থেকে গ্রহণ করে। এ জন্য ব্যবহৃত হয় কলেজ অধ্যক্ষের সীল ও স্বাক্ষর। পরে প্রমাণিত হয়েছে তা জাল। ১৫ আগস্ট খুলনার একটি হোটেল থেকে ৩শ' ৫০টি খাতাসহ আটক হয় প্রতারক চক্র দলের সাইদুর রহমান এবং তার সহযোগী মুজিবর। সাইদুর ঝালকাঠির রাজাপুর সিনিয়র মাদ্রাসার ইংরেজী শিক্ষক। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী আরও সাড়ে ৩শ' খাতা রয়েছে অন্য দুই প্রতারক সাতক্ষীরার মনদুর আলী ও আবদুর রহিমের কাছে। তাদের আটক করার জন্য শিক্ষা বোর্ড সাতক্ষীরার পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে।

শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, প্রতারক চক্র ভেবেছিল এই খাতা খুলনা ও সাতক্ষীরা এলাকার। তারা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করে খাতায় প্রশ্নের উত্তর লিখে মোটা অর্থ আয় করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওই খাতা কোন এলাকার তা নির্ধারণ করা অসম্ভব। কেননা তাতে শুধু কোড নম্বর রয়েছে।

অন্য একটি সূত্র জানায়, শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতি পরায়ণ কিছু কর্মচারী কোড নম্বর সংগ্রহ করে প্রতারক চক্রকে দিয়েছে। তারপরই তারা খাতা সংগ্রহ করে। কিভাবে প্রতারক চক্রের হাতে খাতা গেল এবং এর সাথে শিক্ষা বোর্ডের কেউ জড়িত কিনা তা বের করতে কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ভুঁইয়াকে আহবায়ক করে তিন সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। কমিটি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের রিপোর্ট পেশ করবে।